পোড়াদহের সেই চালকলের আপ্যায়ন!

আহসান কবির

অপারেশন ব্যর্থ বস। কাল্লু শেখ পলাতক!

আশির দশকের শুরুর দিকে ‘প্রতিজ্ঞা’ নামের একটা বাংলা ছবি সুপার-ডুপার হিট হয়েছিল। বাংলা ফিল্মে গান গাইতে এসে এন্ড্রু কিশোর এই ছবির ‘এক চোর যায় চলে, মন চুরি করে, পিছু লেগেছে দারোগায়...’ গানটি গেয়ে আলোচনায় উঠে এসেছিলেন। ‘প্রতিজ্ঞা’ ছবির হিট ডায়লগ ছিল- অপারেশন ব্যর্থ বস। কাল্লু শেখ পলাতক! সবার মুখে মুখে ফিরতো ডায়লগটা।

বহু বছর পরে যেন ফিরে এলো ডায়লগটা। শায়খ আব্দুর রহমান কিংবা বাংলা ভাই ও তার প্রধান চ্যালা-চামুন্ডাদের ধরতে র‍্যাব, পুলিশ ও বিডিআরের দেড় হাজার সদস্য হেলিকপ্টার নিয়ে কুষ্টিয়ার পোড়াদহে যে ধরনের অপারেশন চালালো, তা বাংলা ফিল্মকেও হার মানায়। সে কারণেই হয়তো ফিরে আসে ডায়লগটা। অপারেশন ব্যর্থ বস, বাংলা ভাই পলাতক।

অবশ্য র‍্যাব কিংবা পুলিশ এটাকে ব্যর্থতা বলতে রাজি নয়। এমন নাকি হতেই পারে! সোর্সকে তো বিশ্বাস করতেই হয়। যাই হোক, আমরা কুষ্টিয়ার পোড়াদহে র‍্যাব-পুলিশের এই অপারেশন ও তার খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে দেখি।

এক. প্রচুর সার্চলাইট জ্বালানো হয়েছিল এই অপারেশনে। এর ভেতরে আবার কিছু ছিল ড্রাগন হ্যাজাক বা ড্রাগন সার্চলাইট। জ্বালালেই যা আলোকিত করে দেয় চারদিক। রাতের আঁধারে সার্চলাইটের এই আলো নিশ্চয় মোহনীয় পরিবেশ তৈরি করেছিল! এক ধরনের উত্তেজনাকর হাতছানিতে নিশ্চয় সাধারণ মানুষের কৌতূহল বেড়েছিল অদম্য মাত্রায় এবং তারা অবশ্যই ভিড় করেছিল পোড়াদহ রেলস্টেশনে কিংবা হেলিকপ্টার যে মাঠে ভিড় করেছিল সেই মাঠে।

লাইট জ্বালিয়ে আরো একটি কাজ হয় এবং মানুষের ভিড় জমে সেটা দেখতে। সেই কাজটির নাম শুটিং। কয়েকটি পত্রিকায় লিখেছে দিনভর রেইড আসলে ছিল বাংলা ভাইকে ধরার নাটক। যদি নাটক হয়, তাহলে সেই নাটকের শেষ দৃশ্যে মানুষ কী দেখতে চেয়েছিল? ধরা পড়েছে বাংলা ভাই?

দুই. অনেকেই একটি জিনিস ইদানীং বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। সেটি হচ্ছে আতাউর রহমান সানি গ্রেপ্তার হবার একদিন আগেই শায়খ আব্দুর রহমানকে কোনো না কোনোভাব বাগে আনতে পারে সরকার। এরপর তার খবর অনুযায়ী সানি, মোহাম্মদসহ অনেককে গ্রেপ্তার এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়। বিশ্বাসীদের ধারণা, আব্দুর রহমান কিংবা বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার দেখাতেই এই রেইডের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে গ্রেপ্তার কেন দেখানো হয়নি সেই প্রশ্ন রয়েই গেল।

এই বিশ্বাসীরা আরো মনে করেন, সানিকে যে ১১৬ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে তার ভেতরেও একটা কৌশল রয়েছে। রিমান্ডের সময় শেষ হবার আগে সরকার তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করবে। তখন গ্রেপ্তারকৃত সানি কিংবা গোপনে কোথাও রেখে দেয়া আব্দুর রহমান বলবে কাদের নির্দেশে তারা বোমা হামলা করেছিল। এই বোমা হামলার পরিকল্পনা কিংবা বাস্তবায়নের দায়দায়িত্ব বিরোধী দলের ঘাড়ে চাপানোর সম্ভাবনাই বেশি!

যদি এমন নাটক সাজানো হয়ে থাকে, যদি এই নাটকের কারণেই কেউ ব্রিগেডিয়ার থেকে মেজর জেনারেল হতে পারেন তাহলে শায়খ আব্দুর রহমানকে এখন কোথায় রাখা হয়েছে? কোনো গোয়েন্দা সংস্থার রেস্টহাউসে নাকি ভাড়া করা অন্য কোথাও কোনো বাড়িতে?

তিন. বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো খুব রসিক। পোড়াদহে র‍্যাব ও পুলিশের ব্লক রেইডের পর বেশির ভাগ দৈনিক পত্রিকা প্রতিজ্ঞা ছবির সেই হিট ডায়ালগের মতো লিখেছে ‘অপারেশন ব্যর্থ!...।’ একটি পত্রিকায় লিখেছে শায়খ আব্দুর রহমান কি বিন লাদেন হয়ে গেল যে এভাবে পালিয়ে যেতে পারে? অন্য দুটি পত্রিকায় লেখা হয়েছে মার্কিন মুল্লুকের ক্রিস্টিনা রোকা বাংলাদেশে আসছেন । এর আগে ক্রিস্টিনা পাকিস্তানসহ কয়েকটি দেশের সঙ্গে আমেরিকার একটি চুক্তি হয়েছিল যে চুক্তির অধীনে যৌথভাবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করা যাবে। এর মধ্যে কিছু টাকা-পয়সার ব্যাপারও আছে। একটি পত্রিকা সরাসরি লিখেছে ৬৮০ কোটি টাকা পাওয়ার জন্য এই মহড়া চালানো রয়েছে। হেলিকপ্টার থেকে নামানো হয়েছে দুর্ধর্ষ র‍্যাব সদস্যদের। সত্যি কী তাই? যদি তাই হয়, যদি পাওয়া যায় ৬৮০ কোটি টাকা, তাহলে তো এমন মহড়া ভবিষ্যতেও দেখা যাবে। আমরা অপেক্ষায় থাকলাম।

চার. র‍্যাব, পুলিশ ও বিডিআর পোড়াদহে সারা দিন যে চালকলটি ঘিরে রেখেছিল সেটা রশিদ অ্যাগ্রো ফুড প্রোডাক্টসের চালকল, যার মালিক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আইলচারা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ। সোর্সের বরাত দিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় যে খবর ছাপা হয়েছে সেই খবর অনুযায়ী বাংলা ভাই তার দলবল নিয়ে এই চালকলে সভা করেছিল। প্রায় একশ’ একর জায়গার ওপর

জেএমবির শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তার করতে র‍্যাব ও পুলিশ এভাবে বাড়ি-বাড়ি তল্লাশী চালায়

(কোনো কোনো পত্রিকায় লিখেছে দেশের বৃহত্তম চালকল) শ্রমিকদের থাকার খুপরিসহ বিশাল এই চালকলের প্রায় সব শ্রমিকের বাড়ি রাজশাহীর বাগমারা অর্থাৎ বাংলা ভাইয়ের চারণভূমিতে। সে ক্ষেত্রে সোর্সের খবর, যৌথ বাহিনীর সদস্যদের চালকল ঘিরে রাখা। মানুষের কৌতূহল সবকিছু ঠিক ছিল।

কিন্তু ধাক্কা খাবার মতো ঘটনা অন্য জায়গায়। চালকলের মালিক আব্দুর রশিদ সাহেব গভীর রাতে গরু মেরে যৌথ বাহিনীর সদস্যদের তার চালকলেই আপ্যায়ন করিয়েছেন। দুটি বড় গরু জবাই করে ৬ মণ ৯ কেজি মাংস রান্না করা হয় আরেক বিএনপি নেতা বাবলুর রহমানের চালকলে। প্রায় তিন হাজার মানুষের জন্য গরুর মাংস। ২০ মণ চালের সাদা ভাত, ২০ কেজি মসুরি ডাল ও এক হাজার ডিম রান্না করা হয়। সব খরচ দেন বিএনপি নেতা ও চালকল মালিক আব্দুর রশিদ। এ ব্যাপারে আব্দুর রশিদ সাহেবের ভাষ্য হচ্ছে, কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিনের অনুরোধ রাখতে আমি এই সামান্য আয়োজন করেছি। আর এমপি সাহেবের কথা- তারা আমার এলাকায় এসেছেন। সুতরাং তারা আমার অতিথি। তাদের আপ্যায়নের দায়িত্বও আমার। আমিই পরে সব খরচ দেব। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আমি রশিদ ও বাবলুর রহমানকে দায়িত্ব দিই।

বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে- নুন খাই যার, গুণ গাই তার। যার চালকলকে ঘিরে এতো ঘটনা, তার খাওয়াই খাচ্ছে যৌথ বাহিনী। আশা করি এরপর আর বলে দিতে হবে না!

পাঁচ. সবগুলো পত্রিকার খবর অনুযায়ী, সোর্সের কারণেই এমন হয়েছে। সোর্সকে বিশ্বাস না করে উপায়ও ছিল না। তাদের খবর অনুযায়ী, এর আগে অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই সঙ্গে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে, রেইডের খবর আগেই পেয়ে যায় বাংলা ভাই কিংবা শায়খ আব্দুর রহমান। এর আগেও (বিশেষ করে গত ১৭ নবেম্বর বনশ্রীতে তার ভাড়া করা বাড়ি থেকে) শায়খ আবদুর রহমান এভাবে পালিয়ে গিয়েছিল। তাহলে কী সরকারের ভেতরেই আছে বাংলা ভাই কিংবা শায়খের কোনো আপনজন?

আর সোর্স? সোর্সের ব্যাপারে সাপ্তাহিক ২০০০-এ আগেও লেখা হয়েছে। সুতরাং সেই পুরনো কৌতুকই উল্লেখ করা যায়।

একেবারে পাশাপাশি দুটি বাড়ি। তার সামনে আমগাছ। গাছের নিচে আম কেটে খাচ্ছে এক বালক। এর মধ্যে এলো র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা। তারা বালককে জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাবা কী বাড়ি আছে? বালক জানালো আছে। র‍্যাব ও পুলিশ হামলে পড়লো পাশাপাশি দুটো বাড়িতে। বাড়ি তছনছ করে তারা খুঁজলো। পেল না যাকে তারা গ্রেপ্তার করতে এসেছিল। ফিরে এসে রাগে অগ্নিশর্মা এক র‍্যাব সদস্য সেই বালককে বললো, 'কেন তুমি মিথ্যে বললে? তোমার বাবা তো বাড়িতেই নেই।'

আম খেতে খেতে বালকটি উত্তর দিল, বাবা বাড়িতেই আছেন। তবে আপনারা যে দুটো বাড়িতে গিয়েছিলেন সেগুলোর কোনোটিই আমাদের বাড়ি নয়। সোর্সের খবর অনুযায়ী যৌথ বাহিনীর সদস্যরা রশিদ সাহেবের চালকলে যায় ও খাবার খায়। বাংলা ভাই, শায়খ আব্দুর রহমানের বাড়িতে তারা কেন যেন খুঁজে পায় না।

বি. দ্র. কিন্তু অপারেশন কী সত্যি ব্যর্থ? র‍্যাব বলেছে ব্যর্থ বলা যাবে না...। সত্যি তাই। মানুষের মনোযোগ যখন নির্বাচন কমিশন নাটকের দিকে, তখন চলেছে বাংলা ভাই ধরার অভিযান। নির্বাচন কমিশন নাটক থেকে মানুষ চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এটাই কী ছিল অভিযানের উদ্দেশ্য? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে অভিযান তো ১০০% সফল!!!

বইয়ের বিজ্ঞাপনে বিশেষ ছাড়!

একুশে বইমেলা ২০০৬
উপলক্ষে সাপ্তাহিক ২০০০
বইয়ের বিজ্ঞাপনে
বিশেষ **ছাড়** দিচ্ছে।

শুধুমাত্র **ফেব্রুয়ারি** মাসের
জন্য প্রতি কলাম ইঞ্চি
৬০০ টাকার পরিবর্তে
মাত্র ৩৬০ টাকা

পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো
৮০০০ টাকার পরিবর্তে
৪৮০০ টাকা

অর্ধ পৃষ্ঠা সাদাকালো
৫০০০ টাকার পরিবর্তে
৩০০০ টাকা

UvKv AMxg c`vb
Ki‡Z n‡e

সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫০৯৫১-৩
বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৪৫৯